সংবাদ

তারিখ AUG 11 2006 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

এমটিইআই

কারিগরি শিক্ষায় নতুন দিগন্ত

কর্মসংস্থানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দিন যতই যাচ্ছে, ততই আমাদের দেশে ক্রবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে বেকারত্ব। যার কারণে এ সময়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্রমেই ক্যারিয়ারমুখী শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ছে। চাকরির বাজারে দুরন্ত প্রতিযোগিতা ও বেকারত্বের এই কঠিন সময়ে কর্মমুখী ও আত্মকর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে সরকারি পদক্ষেপের আলোকে বেসরকারি উদ্যোগে ২০০৪ সালে মো. নাজমুল ইসলাম, স্বরজিত রায় জোনাকী, আলপনা সরকার, নাজমুল হাসান রুপন ও মোফাখখার হোসেন খোকন নামে ৫ জন তারুণ্যদীপ্ত শিক্ষানুরাগী উদ্যোক্তা ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে নতুন বাজারে মনোরম পরিবেশে একটি দ্বিতল ভবনে ময়মনসিংহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এমটিইআই) প্রতিষ্ঠা করেন। এমটিইআই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি নিয়ে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু করে। ময়মনসিংহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এমটিইআই তার শুভ যাত্রার সূচনালগ্ন থেকেই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সব আসনেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছিল।

এমটিইআইয়ের বৈশিষ্ট্য

দেশে প্রচলিত টেক্সটাইল শিক্ষা ব্যবস্থায় টেক্সটাইল প্রযুক্তির জটিল বিষয়গুলো বোঝানোর জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। এই যন্ত্রপাতিগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট প্রসেসের খণ্ডাংশ বা অংশবিশেষ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না। তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গভাবে টেক্সটাইল উৎপাদনের প্রক্রিয়া দেখানো সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যাবস্থায় প্রযুক্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিক পাঠ্যলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না। উৎপাদনরত টেক্সটাইল

শিল্পের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার ধরন ও প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে চাকরি নিয়ে প্রথম অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা বিপাকে পড়ে এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে শিল্পকারখানার চাকরি ত্যাগ করে চলে আসে।

এমটিইআইয়ের উদ্যোক্তারা প্রযুক্তিগত বাস্তব প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এবং প্রকৃত অর্থেই একজন খাঁটি প্রযুক্তিবিদ তৈরির উদ্দেশ্যে এমটিইআইয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উৎপাদনরত শিল্পকারখানা। তাই প্রচলিত টেক্সটাইল প্রযুক্তির শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে এমটিইআইয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে যেমন–

১. তাত্ত্বিক বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি উৎপাদনরত শিল্পকারখানায় কাজ করার সুযোগ।

২. উৎপাদনরত শিল্পের কোন একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে কাজ করা এবং তার ওপর স্ট্যাডি রিপোর্ট তৈরি করা।

৩. সুপারভাইজার ও শিফট ইনচার্জের অধীনে কাজ করে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন।

৪. টেক্সটাইল প্রযুক্তিগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের পাশাপাশি টেক্সটাইল শিল্পে কর্মরত টেকনোলজিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস সম্পাদন।

পাঠদান পদ্ধতি

ধূমপানমুক্ত পরিবেশে পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন দক্ষ, অভিজ্ঞ, মেধাবী, উদ্যোগী ও উন্নত মননশীল শিক্ষকমণ্ডলী। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ফাইল সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার সঠিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রতি মাসে অভিভাবকদের অবহিত করা হয়। দুর্বল ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ ব্যবস্থায় পাঠদানের মাধ্যমে পড়াশোনার ভীতি দূর করা হয়। শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি পাঠ পরিকল্পনা রয়েছে। ওই পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী কোর্স নির্দিষ্ট কোর্সের আগেই সম্পন্ন করে, বাকি সময় রিভিশন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমানে যেসব প্রোগ্রাম চালু রয়েছে

এমটিইআইএ বর্তমানে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন আর্কিটেকচার কোর্স দুটি চালু আছে। আধুনিক সিলেবাসের আলোকে ৮ সেমিস্টারে (প্রতি ছয় মাসে এক সেমিস্টার) এটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

ভর্তি যোগ্যতা : ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের নীতিমালা. এখানে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীকে যেকোন সালের ও যেকোন গ্রুপে (বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক) থেকে এসএসসি বা সমমান থেকে ন্যূনতম জিপিএ-২.০/২য় বিভাগ প্রাপ্ত হতে হবে। ভর্তির প্রক্রিয়া এরইমধ্যে শুরু হয়েছে। পরিচালক একাডেমিক আল্পনা সরকার জানান, এরইমধ্যে ৪৩ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, দুটি টেকনোলজিতে মোট ১০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে।

এমটিআইয়ের চেয়ারম্যান মো. নাজমুল ইসলাম জানান, বৃহত্তর ময়মনসিংহের এসএসসি পাস উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ও দক্ষ টেক্সটাইল প্রকৌশলী গড়ার লক্ষ্যেই ময়মনসিংহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে।

এমটিআইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান স্বরজিত রায় জোনাকী জানান, ময়মনসিংহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট শহরের প্রাণকেন্দ্রে মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান ও পরিচালনা পরিষদের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর কারণে প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে সচেতন মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোফাখখার হোসেন খোকন জানান, এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এমটিইআই প্রতিষ্ঠা।

টিউশন ফি ও অন্যান্য চার্জ

ভর্তি ফি, ল্যাব চার্জ, উন্নয়ন ফি, শিক্ষাসফর, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ প্রতি সেমিস্টারে মোট খরচ ১৫২৫০ টাকা।

যোগাযোগ : ময়মনসিংহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, এমটিইআই ১৫নং সাহেব আলী রোড, নতুন বাজার ময়মনসিংহ।

০১৭১-৬৪১২০৩২

❑ সফিউল আযম